উপাধ্যক্ষ নিয়োগে বেসরকারী কলেজগুলো বিপাকে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের বেসরকারী কলেজগুলো উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে রীতিমতো বিপাকে পড়ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগসংক্রান্ত পৃথক পৃথক বিধিমালায় দুই ধরনের স্ববিরোধী শর্ত থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের বিধিমালা অনুসরণ করা হবে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালা অনুসরণ করা হবে সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্নের কারণেই দেশের অর্ধশতাধিক কলেজে উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা যাচ্ছে না অথবা নিয়োগ দেয়া হলেও বেতন ও অনুমোদন নিয়ে জটিলতা চলছে। একদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত অনুযায়ী উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করে দেশের বেশকিছু কলেজ বেতন পাচ্ছে না, অন্যদিকে সরকারের বিধিমালা অনুযায়ী উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করে মিলছে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন।

জানা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালা অনুযায়ী একজন প্রভাষকের ১২ বছরের শিক্ষকতা/অভিজ্ঞতা থাকলেই তিনি উপাধ্যক্ষ হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে সরকারের জারি করা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাইডে উপাধ্যক্ষ পদের জন্য যে নীতিমালা দেয়া আছে তাতে বলা হয়েছে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। একজন শিক্ষকের পক্ষে ১২ বছর শিক্ষকতা করা সহজ ব্যাপার হলেও

মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ববিরোধী শর্ত

সহকারী অধ্যাপকের তিন বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করা কঠিন ব্যাপার। যে কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত মোতাবেক একজন শিক্ষক কোনমতে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেই চেষ্টা-তদ্বির করছে উপাধ্যক্ষ হবার জন্য। যদি তিনি প্রভাবশালী হন তাহলে যেনতেন উপায়ে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে উপাধ্যক্ষ হচ্ছেন। কিন্তু সরকার আটকে দিচ্ছে বেতন। দুই ধরনের নিয়োগবিধি থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ও গবর্নিং বডি পড়েছে বিপাকে। একদিকে সরকারী নীতি অনুসরণ না করলে সরকার উপাধ্যক্ষের বেতনগ্রেড দিচ্ছে না অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত না মানলে দেয়া হচ্ছে না অনুমোদন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যক্ষ বলেন, সরকার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগবিধিতে স্ববিরোধিতা থাকায় উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও তা নিরসন করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, যেহেতু সরকার শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ দেয় সেহেতু সরকারের বিধিই মানা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসরণ করলে আটকে দেয়া হচ্ছে সরকারী বেতনের অংশ।

মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কোন বিধিমালা একবার হয়ে গেলে তা সংশোধনে সময় লাগে। তবে উপাধ্যক্ষ নিয়োগে জটিলতা নিরসনে স্ববিরোধিতা প্রত্যাহার করে সরকার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ধরনের বিধিমালা হওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।